Storybooks Canada

storybookscanada.ca

দাদীমার কলা

Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Asma Afreen

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0

দাদীমার কলা

Ursula Nafula
Catherine Groenewald
Asma Afreen
Bengali
Level 4

দাদীমার চমৎকার একটি বাগান ছিল যেটি জোয়ার, বাজরা এবং কাসাভা পূর্ণ ছিল। কিন্তু সব থেকে ভাল ছিল কলা। যদিও দাদীমার অনেক নাতিনাতনি ছিল, আমি গোপনে গোপনে জানতাম যে আমি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তিনি আমাকে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি আমার সাথে ছোট ছোট গোপন কথাগুলোও বলতেন। কিন্তু একটি গোপন কথা তিনি আমাকে বলেননি, তা হল তিনি কোথায় কলা পাকাতেন।

ওইদিন সন্ধ্যায় আমাকে আমার মা, বাবা আর দাদীমা ডেকে পাঠালেন। আমি জানতাম কেন। সেইদিন রাতে যখন আমি ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লাম, আমি জানতাম আমি আর কখনো চুরি করতে পারব না, দাদীমার থেকে না, বাবামার থেকে না, এবং নিশ্চিতভাবে অন্য কারও থেকে না।

তার পরদিন ছিল হাটবার। দাদীমা ভোরে উঠলেন। তিনি সবসময় পাকা কলা এবং কাসাভা হাটে বিক্রি করতে নিতেন। আমি সেই দিন দাদীমার সাথে দেখা করতে তড়িঘড়ি করিনি। কিন্তু আমি বেশি সময় যাবত তাঁকে এড়াতে পারিনি।

একদিন আমি দাদীমার বাড়ির বাহিরে সূর্যের তাপে রাখা একটি খড়ের ঝুড়ি দেখতে পেলাম। আমি যখন ঝুড়িটি কিসের জন্য তা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আমি শুধু একটি উত্তর পেলাম, “এটি আমার যাদুর ঝুড়ি।” ঝুড়িটির পাশে বেশ কিছু কলাপাতা ছিল যা দাদীমা সময়ে সময়ে উল্টে দিতেন। আমি অনেক উৎসুক ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “পাতাগুলো কিসের জন্য, দাদীমা?” আমি শুধু একটি উত্তর পেলাম, “এইগুলি আমার যাদুর পাতা।”

দাদীমাকে, কলাপাতাগুলোকে, এবং বড় খড়ের ঝুড়িটিকে দেখতে আমার অনেক আকর্ষণীয় লাগছিল। কিন্তু দাদীমা আমাকে একটি কাজ করার জন্য মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। “দাদীমা, অনুগ্রহ করে আমাকে এটি প্রস্তুত করা দেখতে দিন...” “জিদ করোনা বাচ্চা, তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে তা কর,” তিনি জোর দিয়ে বললেন। আমি দৌড় দিলাম।

পরদিন যখন দাদীমা বাগান থেকে সবজি তুলতে গেলেন, আমি চুপিচুপি উঁকি দিয়ে কলা দেখলাম। প্রায় সবগুলোই পাকা ছিল। আমি চারটি কলার একটি কাঁদি না নিয়ে পারলাম না। আমি যখন দরজার দিকে গুঁটি গুঁটি পায়ে এগিয়ে গেলাম, আমি বাহিরে দাদীমাকে কাশতে শুনলাম। আমি কলাগুলোকে জামার ভিতরে কোনমতে লুকিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম।

পরদিন যখন দাদীমা আমার মার সাথে দেখা করতে আসলেন, আমি কলাগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে ছুটে গেলাম। সেখানে কিছু কলার কাঁদি অনেক পাকা ছিল। আমি একটি কলা নিয়ে আমার জামার ভিতরে লুকিয়ে ফেললাম। ঝুড়িটি আবার আবৃত করে আমি বাড়ির পিছনে গেলাম এবং দ্রুত তা খেয়ে ফেললাম। এটি আমার খাওয়া সবচেয়ে মিষ্টি কলা ছিল।

যখন আমি ফিরলাম, দাদীমা বাহিরে বসে ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে না ঝুড়ি ছিল না কলা। “দাদীমা, ঝুড়িটি কোথায়, কলাগুলো কোথায়, এবং কোথায়...” কিন্তু আমি শুধু একটি উত্তর পেলাম, “ওগুলি আমার যাদুর স্থানে রাখা আছে।” এটি খুবই হতাশাজনক ছিল!

দু’দিন পর, দাদীমা আমাকে তাঁর শোবার ঘরে তাঁর ছড়ি আনতে পাঠালেন। আমি যেই দরজা খুললাম, আমাকে পাকা কলার মৌ মৌ গন্ধ স্বাগত জানাল। ভিতরের কক্ষে দাদীমার বড় যাদুর ঝুড়িটি রাখা ছিল। এটি একটি পুরনো কম্বল দিয়ে ভালভাবে আবৃত করা ছিল। আমি এটিকে উঁচু করে সেই মহিমান্বিত গন্ধ শুঁকলাম।

দাদীমার কণ্ঠস্বর আমাকে হকচকিয়ে দিল যখন তিনি আমাকে ডাকলেন, “তুমি কি করছ? জলদি করে আমার ছড়ি নিয়ে আস।” আমি তাঁর ছড়ি নিয়ে তড়িঘড়ি করে বাহিরে গেলাম। “তুমি কেন হাসছ?” দাদীমা জিজ্ঞেস করলেন। দাদীমার প্রশ্ন আমাকে উপলব্ধি করাল যে আমি তাঁর যাদুর স্থানের সন্ধান পাওয়াতে তখনো হেসে যাচ্ছিলাম।